কালিদাসের সীতা

কালিদাসের সীতা

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

"মাতঙ্গাকার নক্রেরা সমুদ্রফেন ধবলিত কপোল হইয়া শোভা পাইতেছে,—যেন তাহাদের কর্ণে চামর শোভিত হইল—" ১৬ পৃঃ।

Engraved & Printed by R. V. Seyne & Bros.

গ্রন্থকারের প্রণীত (যন্ত্রস্থ) ঐতিহাসিক গ্রন্থ। সমস্ত প্রধান প্রধান সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদ পত্রে ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রথীদের দ্বারা একবাক্যে প্রশংসিত

"তখ্‌ত—এ—তাউস্‌"

অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে ভাস্বর ঐতিহাসিক চিত্রাবলী।

ঐ গ্রন্থ ও কালিদাসের সীতা পুস্তিকার প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ, ১১নং রামকিসন্‌ দাসের লেন, শ্রীঅনাদি চন্দ্র ঘোষ, ৩নং কালীঘাট থার্ড লেন, শ্রীপ্রমথ নাথ ঘোষ, ১০৯।১ গ্রে ষ্ট্রীট্‌, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

মুখবন্ধ।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মুখবন্ধের জন্য সাধারণ পাঠকের নিকট এক কৈফিয়ৎ প্রয়োজন। তাঁহারা অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন এই কয় ছত্র ত রচনা—তাহার আবার ভূমিকা!

কিন্তু মুখবন্ধ এ স্থলে যে জন্য প্রয়োজন সে সম্বন্ধে দুকথা নিবেদন করিব। যে বৎসর বরিশালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হইবার কথা ছিল, ঐ বৎসরের প্রাদেশিক সম্মিলনীর শোচনীয় অকালপরিসমাপ্তি দেখিয়া সম্মিলনী স্থগিত থাকে। ঐ সম্মিলনীতে পঠিত হইবার জন্য এ প্রবন্ধ রচিত হয়। পরে বরিশালের নেতা স্বদেশপ্রাণ স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে ইহা স্থানীয় বান্ধব সমিতির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত ও ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ রসজ্ঞ

ব্যক্তিদের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল—এই আশ্বাসে ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এখন সাধারণ পাঠকবর্গের ইহা প্রীতিকর হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

সিমলা শৈল,
১লা কার্ত্তিক, ১৩১৮। } গ্রন্থকারস্য।

কালিদাসের

মহাকবি কালিদাস সীতাচরিত্রচিত্রণে প্রধানত বাল্মীকির পদচ্ছায়ানুসরণ করিয়াও স্বীয় অলৌকিক প্রতিভার প্রচুর নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। লোকাতীত প্রতিভার কার্য্যই ত এই। জগতের সাহিত্যে ইহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। এই মহাকবিরই উপমা একটু বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বলিতে হয় যে, ভগবান্ সহস্রাংশু যেমন স্বীয় প্রখরকরজালবিস্তারে সমুদ্র প্রভৃতি হইতে পৃথিবীর রস শোষণ করিয়া সহস্রধারায় বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করেন, বজ্রসমুৎকীর্ণ মণির রন্ধ্রে যেমন সহজে সূত্র সঞ্চারিত হয়, রঘুবংশের মহাকবিও সেইরূপ মহর্ষি বাল্মীকির লোকত্রয়-বিশ্রুতা ত্রিলোকপাবনী পুণ্যপ্রবাহিণী রামায়ণী গঙ্গার খাতে সেই স্রোতোনুসারী হইয়া আপনার মহাকাব্যতরণী ভাসাইয়া দিয়াছেন। রঘুবংশের প্রাচীন-নবীন অনেক ভাষ্যকার-

টীকাকারদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কি পুষ্পকরথারোহী বিমানচারী রাজদম্পতির আকাশমার্গে ভ্রমণ-কালীন সমুদ্র প্রভৃতি দৃশ্যের বর্ণনায়, কি সীতানির্ব্বাসনে, কি তাঁহার পাতালপ্রবেশ-ব্যাপারে, কি অযোধ্যার রাজসভায় লবকুশের রামায়ণগানের কথায়, সর্ব্বত্রই, কালিদাস বাল্মীকির অনুকরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে না বলুন, এরূপ অনুকরণ যে কবির অক্ষমতার পরিচায়ক এরূপ ইঙ্গিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই-রূপ অতিবুদ্ধিদের তর্কপ্রণালী খণ্ডন করিতে যাওয়া নিরর্থক, তবে সাধারণ পাঠকদের মধ্যে কেহ যদি সেরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করেন, তাঁহাকে এখানে এ কথা বলা ভাল যে, কাব্যাংশে হীনতর হওয়া দূরে থাকুক, অনেকস্থলে কালিদাস মহর্ষির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নূতনচিত্রসমাবেশে বিচিত্রতর, মৌলিক ও অপূর্ব্ব ভাবোন্মেষে নবীনতর, অপূর্ব্ব রসাব-তারণায় মধুরতর ও নূতন রশ্মিপাতে উজ্জ্বলতর

করিয়া তুলিয়াছেন। রঘুবংশের রসগ্রাহী পাঠকেরা এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন না। বস্তুত ইহাই প্রতিভার কার্য্য। ক্ষমতার তারতম্যানুসারে অনুকরণ অনেকস্থলে হীন অপহরণ ও অনেকস্থলে নবীকরণে পরিণত হয়।

কালিদাসবর্ণিত সীতাচরিত্র এ কথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রঘুবংশের ১০ম হইতে ১৫শ সর্গে প্রধানত রামের কথার প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি আছে। অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেরই অবিদিত নাই যে, এই মহাকাব্যের ঘটনাবলীর পর্য্যায়ক্রমবর্ণনে মুখ্যত মহর্ষি বাল্মীকির পদাঙ্কানুসারী হইয়াও ঘটনার নির্ব্বাচন ও বিষয়বর্ণনাস্থলে কবি কিরূপ কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। সীতাচরিত্রঅঙ্কনেও তাঁহার সেই ক্ষমতা সম্পূর্ণ পরিলক্ষিত হয়। রামের অদ্ভুত জন্মবিবরণ, তাড়কাবধ, অহল্যা উদ্ধার, হরধনুর্ভঙ্গ, রামের বিবাহ, জামদগ্ন্য-মিলন প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া রামের অশ্বমেধযজ্ঞ, স্বর্ণময়ী সীতামূর্ত্তির স্থাপনা, অযো-

ধ্যার রাজসভায় লবকুশের রামায়ণগান ও সীতার পাতালপ্রবেশ ইত্যাদি ঘটনা এই কয় সর্গের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়, কিন্তু এই সব ঘটনার অবতারণা ও বর্ণনায় কালিদাসের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! রামের বাল্যজীবন, রামের লোকাতীত-বিক্রমকাহিনী, তাঁহার বিবাহে যে শৌর্য্য প্রতিফলিত, তাঁহার আকস্মিক নির্ব্বাসনে যে শোকবন্যায় সমগ্র রাজপুরী উদ্বেল, সে উত্তাল তরঙ্গের অনুমানমাত্রও কালিদাসের এই মহাকাব্যে পাই না। মহর্ষি এই সব শোকচিত্রে কি এক মহতী নৈতিকসম্পদ্ যোজনা করিয়াছেন! সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্র সিংহাসন আসন্ন অভিষেকের মঙ্গলবাসরে কেবল সত্যপালনের জন্য পরিত্যাগ—তাহাও আবার স্বকৃতসত্যপালন নহে;—আর সীতার মত পতিপ্রাণা প্রণয়িনীকে প্রজার মঙ্গলমন্দিরে বলিদান—জগতের সাহিত্যে একবারমাত্র ঘটিয়াছে,—তাহা অযোধ্যায় ও তাহা মহর্ষির এই

মহাকাব্যে। সেই শুভদিনে, সেই মঙ্গলোৎ-
সবে, সেই গন্ধদীপামোদিত, অগুরুগুগ্‌গুল-
সুরভি, মুরলি-রবাব-মৃদঙ্গ-মুখরিত, মঙ্গলতূর্য্য-
শব্দিত, কদলী ও আম্রপল্লবশোভিতদ্বার রাজ-
প্রাসাদে,—যেখানে আসন্ন আনন্দাভিষেক
সম্রাট্‌ দশরথের সমৃদ্ধ রাজপুরীকে এক উজ্জ্বল
অভিনব মঙ্গলশ্রী প্রদান করিয়াছে—সেই
বিশাল রাজপ্রাসাদে, সেই শুভমুহূর্ত্তে রাজ্ঞী
কৈকেয়ীর ভীষণ পণ হাস্যামোদমত্ত রাজধানী
ও রাজপুরীকে মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘোর বিষাদের
নৈরাশ্যান্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া দিল!
কোথায় রহিল সেদিনকার বিপুল জনসংঘ—
কোথায় রহিল তাহার আনন্দকোলাহল—
কোথায় রহিল দীপাবলীশোভিত বিবিধ
পুষ্পমাল্যসজ্জিত উজ্জ্বল নাট্যশালার মত
সুন্দরী রাজপুরীর সেই অনুপমশ্রী!—যেন
কোন্‌ ঐন্দ্রজালিকের কুহকময় মায়াদণ্ডের
স্পর্শে এক লহমার ভিতর তদানীন্তন জগতে
সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যবৈভবে অতুলনীয়া সেই
রাজনগরীর অভিনব রাজ্যাভিষেকের উচ্ছ-

লিত উদ্বেল আনন্দস্রোত, এক মুহূর্ত্তে শুকাইয়া গেল। কৈকেয়ীর দারুণ পণে—

> "রাজপুরী মাঝে উঠে হাহাকার
> প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারেসার
> এমন বজ্র কখনো কি আর
> পড়েছে এমন ঘরে?
> অভিষেক হবে উৎসবে তার
> আনন্দময় ছিল চারিধার,
> মঙ্গল দীপ নিবিয়া আঁধার
> শুধু নিমেষের ঝড়ে!"

তার পর কৌশল্যা-ভর্ৎসনা দশরথ-বিলাপ ও তাঁহার শোকাবহ মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটনার চিত্র মহর্ষি কি দুরপনেয় শোক-রেখায় অঙ্কিত করিয়াছেন। স্বামীর সহিত স্বেচ্ছাসুখে বনগমনকালীন সীতার বল্কলবাস-পরিধানে অক্ষমতায় কি কোমলতা, স্বীয় প্রিয়সখীবর্গের মধ্যে অলঙ্কারবিতরণে কি সহৃদয়তা ও কারুণ্য এবং সেই কোমলতা, মধুরতা ও শালীনতার মধ্যেও সাধ্বীচরিত্রের কি মহিমা প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সীতাসদৃশী তন্বঙ্গী সুকুমারীর পক্ষে ঋক্ষ-সিংহ-শার্দ্দূল-

প্রভৃতি-হিংস্র-বন্যজন্তু-অধ্যুষিত, এবং নিশাচর-রাক্ষসাদিসমাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যপ্রদেশে অনিদ্রা ও অনশনে কিরূপ অনমুমেয় ক্লেশ হওয়া সম্ভব, রামচন্দ্র সে ভীতিচিত্র উদ্ঘাটিত করিলে জানকী কিরূপ ঘৃণার সহিত সে সব উপেক্ষা করিয়াছিলেন—স্বামীর সাহচর্য্যসুখের জন্য ঐ সকল দারুণ ক্লেশ, বনবাসরূপ অতি কঠোর তপশ্চর্য্যাও সেই ক্ষীণাঙ্গী আজন্মসুখলালিতা রাজকুমারী ও রাজবধূর পক্ষে লোভনীয় এবং সুখসেব্য বোধ হইয়াছিল। বরঞ্চ, এ সব ভয়প্রদর্শনের জন্য তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া রামচন্দ্রকে ভীরু, স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর রক্ষণে অক্ষম বলিয়া তিরস্কার করিলেন। রামচন্দ্র কি তাঁহাকে কেবল শয্যাসঙ্গিনী স্থির করিয়াছেন ?—তিনি কি তাঁহাকে তাঁহার সুখদুঃখের চিরসহচরী ধর্ম্মপত্নী মনে করেন না ? রামচন্দ্র ইতরসাধারণের মত তাঁহাকে যাকে তাকে বিলাইয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন নাকি ?—"শৈলূষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি" ? তিনি সীতাকে সাধারণ স্ত্রীর

মত স্থির করিয়াছেন নাকি?—কিন্তু রাম যেন তাঁহাকে পুরাণপ্রথিতা সাধ্বী নৃপতি অশ্বপতির দুহিতা ও রাজা সত্যবানের পত্নী সতীশিরোমণি সাবিত্রীর মত মনে করেন—"দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যব্রতমনুব্রতাম্। সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি"—এ সব গর্ব্বিতবাক্যে সতীত্বের কিরূপ তেজোমহিমা বিচ্ছুরিত হইয়াছে! বনবাসের বিবিধ দুঃখক্লেশও প্রেমের মঙ্গলালোকে কিরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! বস্তুত বনবাসকালীন এই রাজদম্পতির প্রণয়চিত্র তাঁহাদের রাজচিত্র অপেক্ষা সমধিক মনোরম। শান্তরসাস্পদ তপোবনে, সাধুপুষ্পিত কর্ণিকার ও কন্দলীকুসুমকুঞ্জে,প্রসন্নসলিলা তটিনীর তীরে, নির্জ্জন কাশকুসুমধবলিত নদীপুলিন ও নিভৃত কুসুমিত গিরিপথে যে প্রেম স্বতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা এই বেতসবনসমাচ্ছন্ন, কমলকুমুদকহ্লারময়, কলহংসকারণ্ডবাদিবিহঙ্গমাভিরাম পম্পাসরোবরের ন্যায় কমনীয়, এই সরোবরতীরচারী রথাঙ্গমিথুনের ন্যায়

অনন্যসহায়, এই গদ্গদনাদী গোদাবরীর শীকরবাহী সমীরণের ন্যায় মনোরম ও সুখসেব্য, এই সব সুগন্ধি সপ্তপর্ণের ক্ষীর-স্রাবের ন্যায় নৈসর্গিক ও এই কদম্বকেশর-দামের ন্যায় পূর্ণবিকশিত। অযোধ্যার রাজ-সিংহাসন ইহা অপেক্ষা কোন্ অংশে সুখকর ও সমৃদ্ধ? অযোধ্যার রাজাবরোধে, গুরুজনবর্গের একান্ত সান্নিধ্যের শালীনতায় ও তথাকার রাজসভার অমাত্যবর্গের কার্য্যভারে যে প্রেম সঙ্কুচিত ও অলব্ধপ্রসর—চিত্রকূট, দণ্ডকারণ্য, পম্পাতীর ও পঞ্চবটীর সুরম্য কাননে সে উচ্ছ্বসিত প্রেমোৎস সম্পূর্ণ উৎসারিত। বস্তুত সংসারে বিশাল জনসংঘের মধ্যে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরের অবাধ প্রেমচর্চ্চার যোগ্য অবসর কোথায়? যে স্থানে জগতের অতুলনীয় এই প্রেমিক-দম্পতি নির্ব্বিবাদে সাহচর্য্যরূপ স্বর্গ-সুখ ভোগ করিতে পারেন সে স্থানই বনপ্রদেশ।

অরণ্যের সুরসাল ফলমূল, নির্ঝরের অমৃত-স্রাবী পয়োধারা যে খাদ্য ও পানীয় সঞ্চিত

করিয়া রাখে, দিনান্তে ইঙ্গুদীতরুমূলে তৃণশয্যায় যে সুখ, অযোধ্যার মণিমাণিক্যখচিত রাজপালঙ্ক ও রাজভোগ তদপেক্ষা কোন্ অংশে সমৃদ্ধতর? ভবভূতি রামের মুখে ঐরূপ একদিনের সুখের চিত্র বর্ণনা করাইয়াছেন —শ্লথ ভুজবন্ধনে আশ্লিষ্ট সম্মিলিতকপোল যখন এই দম্পতি প্রেমিকসুলভ নানাবিধ অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন কথাপ্রসঙ্গে ত্রিযামার দীর্ঘযামগুলি কখন্ কি রকম করিয়া অতিবাহিত হইয়া যাইত, জানিতে পারিতেন না!—

> কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা-
> দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
> অশিথিলপরিরম্ভৈর্ব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো-
> রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ॥

কালিদাস এ সব ব্যাপার আদৌ বর্ণনা করেন নাই। কালিদাস বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, মহর্ষির এ সব শোকচিত্রের উপর কারিগরি করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। সেজন্য যে সব স্থানে তাঁহার চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা

বিশেষ কার্য্যকরী হইবে, সেই সব বর্ণনাই করিয়াছেন। সীতার পরীক্ষার পর যখন পুষ্পকরথে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় আসিতেছিলেন, সেই সকল চিত্রের বর্ণনায় কালিদাসের নির্ব্বাচনশক্তি সবিশেষ বিস্ময়কর। একবার সেই বিষয়সংস্থাপনের কথা স্মরণ করুন। দীর্ঘ বিরহের পর চিরবাঞ্ছিত মিলন —সেই বিজন সমুদ্রকূল, সেই বায়ুগামী দেবরথ পুষ্পক, সেই অনন্যনির্ভর অনন্যসহায় জগতের অতুলন দাম্পত্য-প্রেম—রঘুনাথের যে প্রেমের বিচ্ছেদজনিত ক্রোধানলে ত্রিভুবন-বজয়ী বীর দশাননের ত্রিলোকপ্রথিত মহাবীরভূয়িষ্ঠ রাজবংশ তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। কোন কবি প্রেমের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বিরহ ও মিলনের তুলনায় তিনি বিরহকেই শ্রেষ্ঠস্থান দিতে প্রস্তুত; কারণ, মিলনে যে প্রিয়তমের মূর্ত্তি এক, বিরহে তাহা ত্রিভুবনে ছড়াইয়া পড়ে। রসকলাকোবিদদের মতে বিরহ মিলনের পরিপাক ও গাঢ়তা আনিয়া দেয়।

কিন্তু জগতের এমন কি মহানিধি আছে, যাহার সহিত জীবনের এই অনন্ত মুহূর্ত্তের, এই প্রেমিকযুগেলর সুদীর্ঘবিরহাবসানের পর পুনর্ম্মিলনের মুহূর্ত্তের সহিত বিনিময় হইতে পারে? রাজদম্পতির জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। রামের মত পত্নীবৎসল স্বামী ও ব্রতসাধনের ধন পতিব্রতা সীতার সহিত পুনর্ম্মিলন। কালিদাসবর্ণিত এই সব ঘটনার পরবর্ত্তী সীতানির্ব্বাসনবর্ণনার কারুণ্যে বিগলিত হইয়া যিনি রামচরিত্রে নিষ্ঠুরতার আরোপ করেন, তাঁহাকে পুনরায় রঘুবংশের ত্রয়োদশসর্গ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। যদি রামহৃদয়রূপ অতলস্পর্শ সমুদ্রের গভীরতার সীমানির্দ্দেশ করিতে চাও, তবে তাহার তটান্তলীন শ্যামায়মান তালতমালাদি-বৃক্ষশোভী বনরাজির এই কান্ত শ্যামশ্রী চিত্তপটে মুদ্রিত করিয়া লও। বিষয়-নির্ব্বাচনপটুতায় এজন্য রঘুবংশের ১৩শ সর্গের সহিত উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্কের তুলনা করা যাইতে পারে। উভয়স্থলেই বর্ণিত

ঘটনার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উভয়স্থলই দুই মহাকবির প্রতিভানুকূল বিষয়নির্ব্বাচনের উৎকৃষ্ট পরিচায়ক। সে যাহা হউক, সুদীর্ঘ বিরহের পর রামচন্দ্র যখন পুষ্পকরথমধ্যে পুনর্মিলনের চিরবাঞ্ছিত নিভৃত অবসর পাইলেন, তখন স্রোতোপথরোধকর প্রস্তরখণ্ড সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে যেমন গিরিনদী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাঁহার বহুদিনের রুদ্ধ প্রেমস্রোত সেইরূপ শতধারায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিল! কালিদাসের আর একটি বিশেষত্ব এস্থলে অনুধাবনযোগ্য। সমগ্র ত্রয়োদশসর্গে রামচন্দ্র প্রাকৃতিকবর্ণনাছলে কত কথায়, কত উপমায় সীতাকে প্রণয় জানাইয়াছেন—কিন্তু মৈথিলী সে সব স্থলে নির্ব্বাক্। ইহার দুইটি কারণ থাকা সম্ভব। প্রথম হইতে পারে যে, প্রতীচ্য মহাকাব্যের নায়কদের মত সংস্কৃতমহাকাব্যের বর্ণনায় বিভিন্ন বক্তা আসিয়া কাব্যরস বিচ্ছিন্ন করে না। আবার ইহা হওয়াও সঙ্গত যে, সচরাচর প্রণয়সম্ভাষণে স্ত্রীজাতি পুরুষের অপেক্ষা

অপ্রগল্‌ভ। এই মহাকবির আর একটি অতুলনীয় কাব্যে এ কথার প্রমাণ আছে। তিনি মেঘদূতে বিরহী যক্ষের বিরহদুঃখ প্রতি শ্লোকে স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, সে সব স্থলে যক্ষপত্নীর মুখে কবি ত একটি শ্লোকও দেন নাই! রামচন্দ্র, যে সব দৃশ্যের সহিত বহুদিনের বনবাসস্মৃতি জড়িত, সেই সেই স্থান পুষ্পক হইতে প্রিয়তমাকে দেখাইতে লাগিলেন। সে সব স্মৃতি—বনবাসের অতীতের সে সব সুখস্মৃতির পুনরালোচনায়—মনের এ অবস্থায় উভয়ের কত সুখ! এই ত সেই সমুদ্র! শরতের নির্ম্মল তারকামণ্ডিত আকাশকে ছায়াপথ যেরূপ দ্বিধা বিভক্ত করে, সেইরূপ মলয়াচল হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রনির্ম্মিত সেতু এই উত্তালতরঙ্গময় ফেনমণ্ডিত পয়োনিধিকে বিভক্ত করিয়াছে। কবি স্পষ্ট বলেন নাই, ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন—কিন্তু এই সেতুনির্ম্মাণের উল্লেখে কি দম্পতির মনোমধ্যে বিগত শত সুখদুঃখের কথা মনে পড়ে নাই?

পরবর্ত্তী একটি শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্র বিভিন্ন-মার্গবাহী বায়ুগতি পুষ্পকরথের সহিত স্বীয় মনোরথের তুলনা করিয়াছিলেন ; "যথাবিধো মে মনসোঽভিলাষঃ"—আমাদের বোধ হয় সমগ্র ত্রয়োদশসর্গই এইরূপ প্রণয়ীর বিভিন্ন-স্মৃতিজনিত মনোভাবের আভাসে পরিপূর্ণ। যে সব সূক্ষ্মভাব বর্ণনায় এড়াইয়া যায়, এইরূপ আভাসে সে সব স্ফুটতর, উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। সহস্রশীর্ষা বিরাট্‌পুরুষ প্রলয়ান্ত-কালে এই সমুদ্রের অনন্তশয্যায় সুখশয়ান ;—দুর্ব্বহ বাড়বাগ্নির আশ্রয়স্থান, চন্দ্রের জন্মস্থলী, বিষ্ণুর দশদিগ্‌ব্যাপী বিরাট্‌ শরীরের মত এই অনন্ত সমুদ্রের অনন্তসীমা কে নির্দ্ধারণ করিয়াছে ? প্রণয়ী প্রণয়িনীকে শতপ্রকার ভূষণে ভূষিত করিয়াও তৃপ্তিবোধ করেন না। শক্রগৃহে নৃত্যোৎসবে শক্রকন্যা জুলিয়েৎকে প্রথম দেখিয়া বিহ্বল হইয়া ছদ্মবেশী রোমিও বলিয়া উঠিলেন !—

"O, she doth teach the torches to burn bright !
It seems she hangs upon the cheek of night

Like a rich jewel in an Ethiop's ear ;
Beauty too rich for use, for earth too
dear !"

শত সুন্দর উপমাপ্রয়োগেও রোমিও প্রণয়িনীর সৌন্দর্য্যবর্ণনা করিয়া তৃপ্তিবোধ করিতেছেন না।—এই পুনর্ম্মিলনের সময় যখন রঘুনাথের প্রেমবন্যা উদ্বেল, তখন সীতার সৌন্দর্য্যের প্রশংসায় রামচন্দ্রের কত সুন্দর উপমাই মনে পড়িতেছে।

ভগবান্ বিষ্ণু প্রলয়ান্তে বরাহাবতারে যখন সমুদ্রনিমগ্না ধরিত্রীকে বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তখন এই জলধির প্রলয়প্রবৃদ্ধ স্বচ্ছজল ধরণীর অম্বরস্বরূপ হইয়াছিল। প্রগল্ভা নদী নিজে সাগরকে তরঙ্গাধর পান করিতে দিতেছে, নিজেও সাগরের মুখচুম্বন করিতেছে, আহা, ইহাদের কলত্রবৃত্তি অসামান্য! এই উপমাগত ভঙ্গীতে যে সোহাগ অন্তর্নিহিত, উহার রস সহজবোধ্য। কোথায় মাতঙ্গাকার নক্রেরা সমুদ্রফেনধবলিতকপোল হইয়া শোভা পাইতেছে,—যেন তাহাদের কর্ণে চামর শোভিত

হইল। সমুদ্রশোভাবর্ণনায় কালিদাসের লেখনী কিরূপ সিদ্ধহস্ত! সমুদ্রতরঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ সর্পগুলি কিরূপ তীরের বায়ুসেবনাভিলাষে জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে, আপাতদৃশ্যে বৃহৎ তরঙ্গের মত বোধ হয়,—কেবল সূর্য্যকিরণে তাহাদের ফণাস্থ মণি প্রতিফলিত হওয়াতে সর্প বলিয়া প্রতীতি হয়। তরঙ্গাভিহত শঙ্খযুথ প্রবালাঙ্কুরে বিদ্ধ দেখিয়া সীতার সুকোমল লোভনীয় অধরের কথা রামচন্দ্রের মনে পড়িতেছে। সমুদ্রের সম্বন্ধে একটি উপমা অতি সুন্দর এবং বোধ হয় অনেকের উহা স্মরণ থাকিতে পারে—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

দিগ্‌গজ ঐরাবতের মদগন্ধসুরভি মন্দাকিনীশীকরশীতল বায়ু মাধ্যাহ্নিক উষ্ণতা জন্য জানকীর মুখকমলের ঘর্ম্মবিন্দু অপহরণ করিতেছে, রাম সে দিকে সস্পৃহলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সীতা তরুণবয়সসুলভ কৌতূহলবশত রথের বাতায়নপথে

হাত বাহির করিতে তাঁহার সুন্দর হস্ত বিদ্রুমরূপ বলয়ে কিরূপ পরিশোভিত হইয়াছে রামচন্দ্র মুগ্ধনেত্রে তাহাই দেখিতেছেন। সাগরতীরবর্ত্তী বায়ু জানকীর বিম্বাধরে কেতকীপুষ্পপরাগ সংলিপ্ত করিয়া প্রসাধন-অসহিষ্ণু রামচন্দ্রের নর্ম্মসাহচর্য্যের কারণ হইয়াছিল। ক্রমে রথ সীতাহরণস্থানের নিকটবর্ত্তী হইল। অদূরে জনস্থান প্রদেশ—যেখানে সীতার পাদপদ্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিরহম্লান নূপুরযুগ্ম ভূতলে পড়িয়া রামকে বিহ্বলিত করিয়াছিল—লতার শাখা নতপল্লব হইয়া ও পরিত্যক্তদর্ভকবল মৃগযুগ দীর্ঘ লোচনের অনিমেষদৃষ্টিতে সীতার উদ্দেশ যেন ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিতেছিল। সম্মুখে অভ্রংলিহ মাল্যবান্ গিরি,—যেখানে জলধারায় সিক্ত ক্ষুদ্র জলাশয়ের গন্ধে, ঈষৎ প্রস্ফুটিত কদম্বপুষ্পে ও ময়ূরের কেকারবে প্রিয়াবিরহিত রামচন্দ্রের মনে সীতার বিরহ-যন্ত্রণা দ্বিগুণিত করিয়াছিল। এ শ্লোকের ব্যাখ্যায় রঘুবংশের নব্য একজন টীকাকার

তাঁহার ইংরেজী ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, সমস্ত বাহ্যপ্রকৃতি তখন সীতাবিরহিত রামের মনে তুলারূপে অসারবোধ হইতেছিল। এ কথা সম্পূর্ণ যথার্থ। মহাকবি স্বীয় নিপুণ তুলিকার কতকগুলি রেখাপাতে বিরহী রঘুনাথের যে শোকচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, অন্য কোন ন্যূনক্ষমতাশালী কবি শত-শ্লোকেও তাহা চিত্রিত করিতে পারিতেন না। মাল্যবান্ গিরির গুহান্তলীন মেঘধ্বনি গুহা হইতে গুহান্তরে প্রতিধ্বনিত হইত,—যেখানে মেঘগর্জ্জনভীরু সীতার স্বেচ্ছাদত্ত সোৎকম্প আলিঙ্গনের সুখস্মৃতি সীতার বিরহকালীন রামচন্দ্রের মন আরও ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। যে গিরির সানুপ্রদেশ বিকশিত-নবকন্দলীপুষ্প-সমাকীর্ণ বৃষ্টিজলার্দ্র ভূমি হইতে উদ্গত বাষ্পে সীতার বিবাহ-ধূমে রক্তবর্ণ লোচনের অরুণিমা অনুকরণ করিয়া রামকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে বেতসবনসমাচ্ছন্ন চঞ্চল-সারসপংক্তিশোভিত পম্পাসরোবরের নির্ম্মল

সলিলকে "দূরাবতীর্ণা পিবতীব খেদাৎ" রঘুনাথের ক্লান্তদৃষ্টি শ্রমের জন্যই যেন পান করিতেছিল। সীতাহরণসময়ে ইহার তীরস্থ রথাঙ্গমিথুন যখন পরস্পর পরস্পরকে পদ্মকেশর প্রদান করিত, সেদিকে রামচন্দ্র তখন সস্পৃহলোচনে চাহিয়া থাকিতেন। এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী শ্লোকের বর্ণনা, অভিজ্ঞ পাঠককে কুমারসম্ভবের মদনভস্মের বর্ণনায় কুসুমৈকপাত্রে মধুপান'বহ্বল মধুকরযুগলের ও ঈষৎস্তনভারনম্রা সঞ্চারিণী লতাসদৃশী সুকুমারী পার্ব্বতীর চিত্র স্মরণ করাইয়া দিবে। ক্রমে জনুগোদপ্রদেশে দেববিমান উপনীত—এই সেই পঞ্চবটী, যেখানে কৃশমধ্যা মৈথিলী স্বয়ং আম্রবৃক্ষের আলবালে জলসেচন করিতেন। রথে যাইবার সময় সীতাপালিত সহকারবৃক্ষ ও মৃগশিশুগুলি তাঁহারই জন্য কিরূপ উন্মুখ হইয়া আছে, রামচন্দ্র সাদরে প্রিয়াকে তাহাই দেখাইতেছেন। এই গোদাবরীতীরে কতবার তিনি মঞ্জুল বেতসগৃহে সীতার উৎসঙ্গে নিভৃত

শয়ন করিয়া গোদাবরীতরঙ্গশীকরশীতল মন্দানিলের দ্বারা বাজনিত হইয়া মৃগয়াশ্রম অপনোদন করিতেন। এ শ্লোকে আমাদের ভবভূতির 'কিমপি কিমপি মন্দং' এই শ্লোক মনে পড়ে। এস্থানে বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, গোদাবরীর তীরবর্ত্তি-প্রদেশ-বর্ণনে ভবভূতি কালিদাসের অপেক্ষাও সিদ্ধহস্ত। ক্রমে সুতীক্ষ্ণ, রাজা নহুষ, শরভঙ্গ ও শাতকর্ণি ঋষির—"পঞ্চাপ্সরো নাম বিহারবারি"—পঞ্চাপ্সরঃ নামধেয় ক্রীড়াসরোবর অতিক্রম করিলেন।—কুশাঙ্কুরমাত্রভোজী যে মহাঋষির উগ্রতপস্যাভীত দেবরাজ পঞ্চসংখ্যক অপ্সরা প্রেরণ করিয়া তাহাদের 'যৌবন-কূটবন্ধে' কঠোরতপা ঋষিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্রমে রথ অযোধ্যার সন্নিহিত হইল। এস্থলে প্রয়াগসঙ্গমের বর্ণনা—কালিদাসের জগৎপ্রথিত মহাকাব্যের একটি অতি সুন্দর বর্ণনা—আমাদের কেবল মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করিবার স্থান হইবে। যিনি প্রয়াগসঙ্গমের অতুলনীয় প্রাকৃতিক-

সৌন্দর্য্য বহুবার মুগ্ধনেত্রে দেখিয়াছেন তিনিই ছত্রে ছত্রে কবির এ বর্ণনার সৌন্দর্য্য অনুভব করিবেন। গঙ্গাপ্রবাহ যমুনার নিজপ্রবাহে মিশ্রিত হইয়া মুক্তাপংক্তিমধ্যস্থ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় অনুমিত হইতেছে। যেমন শ্বেতপদ্ম নীলপদ্মের মধ্যে গ্রথিত হইয়া শোভা পায়, যেমন মানসবিহারী রাজহংসরাজি কৃষ্ণ-হংসের দুইচারিটিতে মিশ্রিত বোধ হয়, যেমন ভূতলে চিত্রিত শ্বেতপদ্মের আলেপনে কৃষ্ণচন্দন দ্বারা পত্ররচনা করা হয়, যেমন চন্দ্রের কিরণ ছায়াতে লীন অন্ধকারে চিত্রিত হইয়া থাকে—"কচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিশ্ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব"—অন্যত্র, যেন শুভ্র শরতের মধ্য দিয়া নীল আকাশ শোভমান—"শুভ্রা শরদভ্রলেখা রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা!" ক্রমে অযোধ্যা আরও নিকটবর্ত্তী হইল। সরযূ দেখিয়া রঘুনাথের মনে ভূতপূর্ব্বের কত স্মৃতিই উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। ব্রহ্মসরোবরই সরযূর জন্মস্থান—আধুনিক ভৌগোলিকেরা হয় ত এখানে কালিদাসের

ভৌগোলিকজ্ঞানের তীব্র সমালোচনা করিবেন, আশঙ্কা করি। আমি যখন তাঁহার কাব্যের সমালোচনা করিবার ধৃষ্টতা করিয়াছি, তখন এ প্রশ্নের উত্তরে কৈফিয়ৎস্বরূপে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, ইহা কবির ভূগোল—ইহা আধুনিক ভৌগোলিকবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য বিপর্য্যস্ত করিয়া আপনার কবিপ্রতিভার রাজকর আদায় করিয়া লয়। সত্যসত্যই ব্রহ্মসরোবর নামে কোন সরোবর আদৌ আছে কি না বা ঐ সরোবরই সরযুর উৎপত্তিস্থল কি না, আমরা জানি না। কবির লিপিকৌশলে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমরা ভুলিয়া যাই—যক্ষযুবতীদের জলকেলির সময় এই সরোবরজাত কনককমলের পরাগে তাঁহাদের পয়োধর অনুরঞ্জিত হয়, কবির এ কথায় আমরা আশ্বস্ত থাকি। কখন বা কালিদাস কোন উপমায় নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা আমাদের পূর্ব্বোক্ত কালিদাসসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে, কবি হিন্দুদর্শন, বিশেষতঃ

সাংখ্যদর্শনে, বিশেষ অভিজ্ঞ। কবি এ মহা-
কাব্যে কেন, তাঁহার অন্যান্য কাব্যনাটকাদি-
তেও তাহার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীহর্ষের
মহাকাব্যের ন্যায়কণ্টকিত যুক্তিতর্ক স্থান
কাল, বা পাত্র নিরপেক্ষ হইয়া পাঠকের মনে
হাস্যরসের উদ্রেক করে,—কালিদাসের কাব্যে
সেরূপ অক্ষমতার পরিচয় নাই। শ্রীহর্ষবর্ণিত
হংসের মুখে দীর্ঘ ন্যায়শাস্ত্রের তর্কের কথা
স্মরণ করিলে এ কথা বুঝা যায়। আমরা
অবান্তর কথাপ্রসঙ্গে কিছু দূরে আসিয়া
পড়িয়াছি। সরযূতীরে উপনীত হইয়া রাম-
চন্দ্রের কত পুরাতন স্মৃতিই মনে জাগরিত
হইতেছে! এই সেই সরযূ, ব্রহ্মসরোবর
যাহার উৎপত্তিস্থল। তাহার পর সেই সাংখ্য-
দর্শনের সুন্দর উপমা। দুঃখের বিষয়, আমা-
দের বিশ্ববিদ্যালয়ে কালিদাসের অতুলনীয়
মহাকাব্যের একয় সর্গ যাঁহাদের পাঠ্য নির্ব্বা-
চিত হইয়াছে, তাঁহার কাব্যনিহিত অপর
অনেক সৌন্দর্য্যের মত এ সৌন্দর্য্যের গূঢ়ত্ব
সে সব ছাত্রেরা কতদূর উপলব্ধি করেন,

সে কথা তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরদর্শী কর্ত্তৃপক্ষেরাই অবগত আছেন। সে উপমাটি এই ;—যেরূপ অব্যক্ত বা প্রকৃতি বুদ্ধিতত্ত্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মার মানসকল্পিত এই ব্রহ্মসরোবরকে ঋষিরা সরযূর উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অভিজ্ঞ পাঠকেরা কবির এ উপমার সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা অনুভব করিবেন। এই সেই সরযূ, যাহার স্বতঃপবিত্র সলিল ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতিগণের অশ্বমেধান্ত স্নানে পবিত্রতর হয়, যাহার তীরদেশে যজ্ঞীয় যূপসকল নিখাত রহিয়াছে, যাহার সৈকতরূপ উৎসঙ্গে আরোহণ করিতে রামের মন চিরাভ্যস্ত। ইনি উত্তরকোশলপতিগণের সাধারণমাতৃস্বরূপা। আমাদের বঙ্গীয়কবি মধুসূদন কপোতাক্ষনদের কথায় বলিয়াছেন—"দুগ্ধরূপী স্রোত যেন জন্মভূমিস্তনে"—সেই "দুগ্ধরূপী স্রোত" দেখিয়া কত কথাই রামের মনে পড়িতেছে। পতিবিরহিতা নারী যেমন প্রবাসী পুত্রের আশাপথ চাহিয়া থাকেন

ও সেই পুত্রসমাগমে তাহাকে যেরূপ সাদরে আলিঙ্গন করেন, রাজ্ঞী কৌশল্যার ন্যায় এই সরযূও শীতলসমীরণান্দোলিত তরঙ্গ রূপ হস্তদ্বারা তাঁহাকে যেন আলিঙ্গন করিতেছিল। ক্রমে 'বিরক্তসন্ধ্যাকপিশং পুরস্তাৎ', লোহিতবর্ণা সন্ধ্যার ন্যায়, সম্মুখে তাম্রবর্ণ ধূলিজাল উড়াইয়া বল্কলধারী ভরত সৈন্যগণকে পশ্চাতে ও গুরু বশিষ্ঠকে পুরোভাগে করিয়া পদব্রজে অর্ঘ্যহস্তে রামচন্দ্রকে প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিলেন। বিমান হইতে তীরস্থ, তরঙ্গাকারে বিনির্ম্মিত স্ফটিকসোপানে অবতরণ করিলে, প্ররোহনির্গমে যেরূপ বটবৃক্ষ জটিল হয়, সেইরূপ রা: নির্ব্বাসনদুঃখে বহুবৎসরের অসংস্কৃত প্রবৃদ্ধ শ্মশ্রুরাজিতে বিবৃতানন বৃদ্ধমন্ত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি "শুভদৃষ্টিপাতৈঃ, বার্ত্তানুযোগমধুরাক্ষরয়া চ বাচা",—কৃপার্দ্র দৃষ্টিপাতে ও কুশলপ্রশ্নসমন্বিত বাক্যে—অনুগৃহীত করিলেন। ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে আলিঙ্গনপ্রণামাদির পর সকলে যথাযোগ্য যানবাহনে

আরোহণ করিলেন। ইহার পর চিরদুঃখিনী জানকীর অভিনন্দনের পালা। রাম, ভরত ও লক্ষ্মণের সহিত সম্মিলিত হইয়া পুনরায় সেই কামগামী রথে—"দোষাতনং বুধবৃহস্পতিযোগদৃশ্যস্তারাপতিস্তরলবিদ্যুদিবাভ্রবৃন্দম্"—বুধ ও বৃহস্পতি সম্মিলিত শুভতরদর্শন চন্দ্র সন্ধ্যাকালের বিদ্যুদ্দামদীপ্ত মেঘপুঞ্জে আরোহণ করিলে যেরূপ শোভমান হন, সেইরূপ শোভিত হইলেন। সেই শোভা ভগবান্ আদিবরাহকর্তৃক প্রলয়োদ্ধৃত ধরণীর ন্যায় ও শরৎকালের মেঘপিণ্ডকবলিত অপ্রণষ্ট চন্দ্রকান্তির ন্যায়—"তত্রেশ্বরেণ জগতাং প্রলয়াদিবোর্ব্বীং"—আর,—"বর্ষাত্যয়েন রুচমভ্রঘনাদিবেন্দোঃ!"—যিনি বাসববিজয়ী লঙ্কেশ্বরের প্রণামকেও তুচ্ছ করিয়া নিজের পাতিব্রত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন—"লঙ্কেশ্বরপ্রণতিভঙ্গদৃঢ়ব্রতং"—সেই জনকনন্দিনীর সর্ব্বজনবন্দনীয় শ্রীপাদযুগলে সাধু ভরত স্বীয় জটাযুক্ত মস্তক স্থাপন করিলেন। জানকী চিরকালই দীনা, নম্রস্বভাবা। তিনিই যে

কঠোর, অন্যের দুশ্চর্য্য সতীধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ও ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাতিব্রত্যের যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতি দিয়াছিলেন সতীকুলের আদর্শস্থানীয়া সে কথা ভুলিয়া "আমিই সেই পতির ক্লেশের নিদান অলক্ষণা সীতা"—"ক্লেশাবহা ভর্ত্তুরলক্ষণাহং সীতেতি নাম স্বমুদীরয়ন্তী"—এই বলিয়া শ্বশ্রূদিগের পাদবন্দনা করিলেন! এই কয়টি কথায় মহাকবি এই সতীকুলসাম্রাজ্ঞীর মধুর বিনীত-স্বভাবের কিরূপ সুন্দর রেখাপাত করিয়াছেন!

ক্রমে আমরা সীতানির্ব্বাসনের অশুভ মুহূর্ত্তের বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইতেছি। সে আসন্ন দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিতে আমাদের হৃদয় মুহ্যমান ও নেত্র অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু যখন মাতার নির্ব্বাসনবর্ণনারূপ কার্য্যভার অবিমৃশ্য-কারিতায় গ্রহণ করিয়াছি, তখন সে কার্য্য পরিসমাপ্ত করিতেই হইবে। লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার পথে দেববিমানে রাজ-

দম্পতীর সেই অতুলনীয় প্রেমালাপচিত্রের পর জানকীর নির্ব্বাসনের শোকচিত্র ভাব-বৈপরীত্যে সমধিক মনোরম ও কালিদাসের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নৃপতি ডন্‌কানের বীভংস হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে Porter Sceneএর হাস্যরস অনেক সমালোচকের মতে বিসদৃশ ও ভাববৈপরীত্যে সেই অপূর্ব্ব নাট্যকলাকুশলীর একটি নাট্যগত দোষস্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অনেক পণ্ডিত সমালোচক আবার সে দৃশ্য ঐ মহাকবির অদ্ভুত নাট্যকলা-প্রতিভার দৃষ্টান্তস্থল বোধ করিয়াছেন। কিন্তু রঘুবংশের পুষ্পকরথবর্ণনার পর সীতানির্ব্বাসনের রসবৈপরীত্য সমধিক বিস্ময়কর। এ সম্বন্ধে কোন সমালোচকের মতদ্বৈধ থাকিতে পারে বোধ হয় না। এস্থলে উত্তর-রামচরিতের প্রথম অঙ্কের আলেখ্যদর্শনের অতুলনীয় প্রেমচিত্রের পর দুর্মুখের মুখে সীতাচরিত্রে পৌরগণের দোষারোপ শুনিয়া রামচন্দ্রের সীতানির্ব্বাসনপ্রতিজ্ঞা ও রামের

হৃদয়ার্দ্রকারী বিলাপ ভাববৈপরীত্যে তুলনীয়। যদিও বর্ত্তমান প্রবন্ধে সীতাচরিত্রই আমাদের প্রধানতঃ সমালোচ্য, তথাপি প্রাসঙ্গিকভাবে এস্থলে এ কথা বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, এই নির্ব্বাসনব্যাপারের বিষয়সংস্থানজনিত রসবৈপরীত্য রঘুবংশের ১৪শ সর্গ পাঠককে ভবভূতির ঐ চিত্র স্মরণ করাইয়া দেয় বটে, কিন্তু উক্ত দুই মহাকবির চিত্রিত রামচরিত্রের মধ্যে এ স্থলে কালিদাসের রামচন্দ্রের উপর পাঠকের মনে সমধিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম উদ্রিক্ত হয়। বাল্মীকির মূলচিত্রানুসরণে এখানে কালিদাসই অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ভবভূতির রাম যেখানে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছেন, কালিদাস সেখানে আসন্ন সীতানির্ব্বাসনের শোকে বিদীর্ণহৃদয় রামচন্দ্রকে কিরূপ অটল, অচল, নির্ব্বাতপ্রদেশের জলধিবক্ষের ন্যায় বিক্ষোভশূন্য বর্ণনা করিয়াছেন—কিরূপ সুদৃঢ় ধৈর্য্যকঞ্চুকে তাঁহার চরিত্র সংবৃত করিয়াছেন! আমরা অবান্তরপ্রসঙ্গে কিছু-

দূর আসিয়া পড়িয়াছি। সে যাহা হউক, যখন পুষ্পকে রামচন্দ্রের সোহাগে তিনি গলিয়া পড়িতেছিলেন বা কর্ণীরথে পুরপ্রবেশ-কালীন অযোধ্যার সৌধরাজির গবাক্ষপথে পুরমহিলাদের প্রোৎফুল্ল নয়নেন্দীবরের ও অঞ্জলিবদ্ধ প্রণামের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিলেন অথবা শরতৃণের ন্যায় পাণ্ডুর মুখশ্রীতে পরিশোভমানা স্নিগ্ধবিলোচনা আসন্ন-দোহদচিহ্নধারিণী স্বামীর নয়নানন্দদায়িনী কৃশাঙ্গীকে যখন রাম স্বীয় অঙ্কে আরোপণ করাইয়া সাদরে তাঁহার মনের অভিলাষ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন বনবাসের কথা কে ভাবিয়াছিল? সীতাও যখন সলজ্জভাবে যেখানে বন্যজন্তুরা ভিক্ষুকাদির জন্য আহৃত নীবারধান্য চর্ব্বণ করে, যেখানকার তপস্বিকন্যাদের সহিত তিনি পূর্ব্ব হইতেই সখীসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই হরিদ্বর্ণকুশপরিশোভিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী তপোবনে ভ্রমণাভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তখন তিনি কি ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারিয়া-

ছিলেন যে, এই বনভ্রমণরূপ সুখের আলোক—

"————সুখমুপরি দারুণং দুঃখম্।

কৃত্বালোকং তরলা তড়িদিব বজ্রং নিপাতয়তি।"*

ক্রমে নির্ব্বাসনের অশনিসম্পাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া অতর্কিতভাবে তাঁহার মস্তকে পতিত হইবে। যখন বাল্মীকির তপোবনপ্রদেশে লক্ষ্মণকর্ত্তৃক নীত হইলেন, তখন মনে আশা করিয়াছিলেন যে, এত দুঃখের পর বিধি বোধ হয় পুনরায় প্রসন্ন হইলেন! যখন, "অপাং তরঙ্গেষিব তৈলবিন্দুম্"—জলে নিপতিত তৈলবিন্দু যেমন তরঙ্গ হইতে তরঙ্গান্তরে প্রসারিত হয়, অযোধ্যাবাসীদের মধ্যে ক্রমে প্রসার্য্যমাণ সীতার অপবাদ যখন শ্রীরামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল, তখন "অয়োঘনেনায় ইবাভিতপ্তং বৈদেহিবন্ধোর্হৃদয়ং বিদদ্রে"—যেমন উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড লৌহমুদ্গরদ্বারা আহত হইলে বিদীর্ণ হয়, রামচন্দ্রের হৃদয়ও তদ্রূপ পত্নীর অপবাদমূলক এ গুরু অখ্যাতিতে

---

* শ্রীহর্ষ চরিত।

ব্যথিত হইয়া বিদীর্ণ হইল। নিজের নিন্দাকে তুচ্ছজ্ঞান করিবেন বা "আয়াম-দোষামুত সন্ত্যজানি"—সীতার মত আজন্ম-শুদ্ধা পত্নীকে পরিত্যাগ করিবেন, এই দুই মহাসমস্তার মধ্যে উপনীত হইয়া ক্ষণকাল 'দোলাচলচিত্তবৃত্তিঃ'—রামের চিত্ত দোলায় স্তায় পর্য্যাকুল হইয়াছিল।* কিন্তু মনের এ ভাব ক্ষণকালের নিমিত্ত। কুমারসম্ভববর্ণিত মদনের সম্মোহনশরাহত তপস্বী শিবের মন যেরূপ ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হইয়াছিল, পুনরায় যেমন তিনি "পুনর্বশিত্বাৎ বলবন্নিগৃহ্য" মহাসংযমী বলিয়া তৎক্ষণাৎ আত্ম-সংবরণ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রও তদ্রূপ এ মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

---

* নব্য টীকাকার সারদারঞ্জন বাবু 'দোলাচলচিত্ত-বৃত্তিঃ' এ কথার অনুবাদে "চিত্ত দোলার স্তায় চলিতে থাকিল" করিয়াছেন—ইহার অর্থ কি? 'দোলার স্তায় দুলিতে লাগিল',—এ অনুবাদ বরং একদিন সঙ্গত হইত।—লেখক।

এখানে কালিদাসের সঙ্গে আমরা একটু কলহ করিব। রাম সীতাবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, কেন না—

"অপি স্বদেহাৎ কিমুতেন্দ্রিয়ার্থাৎ
যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ"—

যাঁহারা যশকেই পরমধন বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের নিকট যশ নিজের দেহ হইতেও গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্যবস্তু হইতে যে গুরুতর বোধ হইবে, তাহাতে বিস্ময় কি? এখানে দুইটি বিষয়ের জন্য কবির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিব। প্রথম এই যে, রামসীতার আদর্শ-প্রেম কবির কাছে কি কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সুখের মধ্যে পরিগণিত ও তজ্জন্য অসার—এই জগতে অতুলনীয় দাম্পত্যপ্রেম অসার ইন্দ্রিয়বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিশ্চয়ই কি অতীন্দ্রিয় বিষয়ে পৌঁছায় নাই? দ্বিতীয়, কালিদাসবর্ণিত রাম, সীতা হেন বস্তুকে অক্লেশে নিজের শরীরের অপেক্ষা নিম্নতম স্থান দিতে পারিলেন—(নচেৎ কবি কালিদাসের

এ "অপি স্বদেহাৎ," এ শব্দপ্রয়োগের 'অপি' কথার সার্থকতা কি?)—যে সীতা অন্য এক মহাকবির কথায়—

ইনি লক্ষ্মী গৃহে মোর নয়নের অমৃত-অঞ্জন
ও অঙ্গপরশে গাত্রে মাখা হয় স্নিগ্ধ চন্দন।
ওই বাহু কণ্ঠে মোর মুক্তাহার মসৃণ-শীতল
প্রিয়ার সকলই প্রিয় অসহ্য সে বিরহ কেবল।*

এক শ্লোকে চরিত্রচিত্রণে এই দুই বিষম অসঙ্গতি কালিদাসের মত সুনিপুণ শিল্পীর লেখনীমুখে বাহির হইয়াছে, ইহা কেমন বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। রামের জীবনে এখন সেই পরম অশুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে—প্রজার মঙ্গল-মন্দিরে যখন তাঁহার আত্মবলি—আত্মবলি বা কোন্ ছার, আপনার অপেক্ষা সহস্রগুণ প্রিয় যদি কিছু থাকে—এমন বস্তু চিরবিসর্জ্জন দিতে হইবে। কারণ, কবি এ শ্লোকে অতর্কিত-ভাবে যাহাই বলুন, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণনায় এ কথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, সীতা-নির্ব্বাসনে রামচন্দ্রের হৃৎপিণ্ড যেন সমূলে

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাবুর অনুবাদ।

উৎপাটিত হইয়াছে। কালিদাসের কাব্যের এই স্থল অবহিতচিত্তে যিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, সেরূপ সহৃদয় পাঠককে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, এ কথা সত্য কি না? নিশ্চয়ই তিনি আমাদের এ কথা সমর্থন করিবেন আশা করি। এই সীতানির্ব্বাসন লইয়া রামচরিত্রসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। সে সব মতসমুদ্রে প্রবেশ করিতে অবসর ও অভিলাষ নাই। তবে তিনি যে যুগাবতার, এ বিশ্বাস আমার আছে—কেবল চরণে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা করে যে লীলাময়, এ কি লীলা করিলে! সীতার নির্ব্বাসন-কালে রামচন্দ্রের মুখে কালিদাস যে কথা বলাইয়াছেন, সেও কিরূপ বোধ হয়—

> "অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু
> লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে"—

"সীতাকে চিরবিশুদ্ধচরিত্রা বলিয়া জানি, কিন্তু আমার মনে হয়, লোকাপবাদ বড় বল-বান্"—একথার সমর্থনে চন্দ্রের কলঙ্কসম্বন্ধে যে উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন. উহা অতি

সুন্দর, কালিদাসেরই যোগ্য, কিন্তু পত্নী-প্রাণ রামচন্দ্রের মুখে এ কি উত্তর! এ উত্তরে প্রভুকে দোষ দিতে ইচ্ছা করে। তাঁহার এমন যে ত্রিলোকবিখ্যাত চরিত্র, সেই নিষ্কলঙ্কচরিত্রে যেন ইহাতে মসী-মলা পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা দুর্ব্বলচিত্ত নর—দেবচরিত্রের রহস্য কি করিয়া বুঝিব? তপোবনে বিসর্জ্জিতা রোরুদ্যমানা জানকীকে প্রবোধ দিয়া বাল্মীকি বলিয়াছিলেন যে, যদিও "রামচন্দ্র রাবণাদি দুর্দ্ধর্ষ ত্রিভুবনের কণ্টক উন্মূলিত করিয়া জগতের পরম হিত-সাধন করিয়াছেন, যদিও তিনি একান্ত সত্য-নিষ্ঠ ও আত্মশ্লাঘাবিরহিত, তথাপি বিনা কারণে তোমার প্রতি যে এরূপ গর্হিতাচরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য—"অস্ত্যেব মন্যুর্ভরতা-গ্রজে মে"—তাঁহার উপর আমার ক্রোধ হই-তেছে। কবির সহিত আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা করে—"অস্ত্যেব মন্যুর্ভরতাগ্রজে মে"। এ স্থলে মহাকবি কালিদাস মহর্ষিচিত্রিত চরিত্রে নূতন আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছেন

সন্দেহমাত্র নাই। আদ্যোপান্ত বাল্মীকির পদানুসারী হইয়া কালিদাস এ শ্লোকে যেন আপনাকে ধরা দিয়াছেন। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, মূল রামায়ণে মহর্ষি সীতানির্ব্বাসনের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করেন নাই, এ শ্লোকে বাল্মীকির মুখের কথায় কালিদাসের মনের রোষ যেন পরিব্যক্ত হইয়াছে! সে যাহা-হউক, লক্ষ্মণ অবিচলিতভাবে এই অশনি-সম্পাতসদৃশ নির্ব্বাসনাজ্ঞা গ্রহণ করিলেন—এই হৃদয়ের মর্ম্মতন্তুচ্ছেদী ভীষণ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে শুনিয়া দ্বিরুক্তি করিলেন না। চতুর্দ্দশ সুদীর্ঘ বৎসর বনে বনে অনশনে অনিদ্রায় ফলমূলাশী হইয়া ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়া ছায়ার মত যাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন—সেই মাতৃ-কল্পা ইষ্টদেবীরূপিণী ভ্রাতৃজায়াকে স্বীয় গুরুর আজ্ঞায় বিসর্জ্জন করিতে হইল! সহৃদয় পাঠক লক্ষ্মণের মনের অবস্থা অনুভব করি-বেন। সীতার রথ ক্রমে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনসন্নিহিত হইলে সীতা মনে করিতে-

ছিলেন যে, প্রিয়তম আমার দোহদ-ইচ্ছা-পরিপূরণ-মানসে এই সব রুচির প্রদেশ প্রদর্শনার্থ পাঠাইয়াছেন; তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রতি কল্পতরুর ভাব পরিত্যাগ করিয়া এখন অসিপত্রবৃক্ষে পরিণত হইয়াছেন! এই সময় লক্ষ্মণ যে নিষ্ঠুর সংবাদ এতক্ষণ পর্য্যন্ত সযতনে গোপন করিয়া আসিতেছিলেন, সীতার দক্ষিণাক্ষিস্পন্দনরূপ দুর্নিমিত্ত যেন সে ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিল—হায়, সে নয়নের পক্ষে প্রিয়তম রাম-চন্দ্রের মুখপদ্মদর্শন চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল! এ অমঙ্গলসূচনায় বৈদেহীর মুখারবিন্দ পরিম্লান হইল, নিতান্ত ছলছল-নেত্রে তিনি সানুজ প্রিয়তমের মঙ্গলকামনা করিতে লাগিলেন। এই এক কথায় কবি এই পতিগতপ্রাণার চরিত্রে কিরূপ উজ্জ্বল আলোক সম্পাত করিয়াছেন! অমঙ্গলা-শঙ্কায় প্রথমে সাধ্বীর মনে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা শতগুণে প্রিয়তর রামচন্দ্রের অমঙ্গলের ভাবনা উদিত হইল। তিনি এজন্য বারংবার যাহাতে

সানুক প্রিয়তমের মঙ্গল হয়, দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিলেন। মানবের সঙ্গে বহিঃ-প্রকৃতিও সমবেদনা করিতেছে, কালিদাসের কাব্যনাটকে এ ভাব বহুস্থানে পরিস্ফুট। পতিগৃহগামিনী শকুন্তলায়, পত্নীবিয়োগবিধুর বিক্রম, অজ, বা মদনের বা তপশ্চারিণী পার্ব্বতীর কথা স্মরণ করুন। এস্থলেও লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কঠোরাদেশ প্রচার করিতে উদ্যত হইলে জাহ্নবী বীচিহস্ত উত্তোলন করিয়া যেন তাঁহাকে এ নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিল। সত্যপ্রতিজ্ঞ লক্ষ্মণ গঙ্গার সহিত যেন ভ্রাতার নিকট প্রতিশ্রুত জানকীনির্ব্বাসনরূপ কুলিশকঠোর প্রতিজ্ঞার পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। সে আজ্ঞা লক্ষ্মণকে শূলের ন্যায় বিদ্ধ ও বজ্রাগ্নির ন্যায় প্রখর জ্বালায় তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে-ছিল। কিন্তু কি করেন—একদিকে ইষ্ট-দেবতুল্য অগ্রজের আজ্ঞা,—অপরপক্ষে, মাতৃ-কল্পা নিরপরাধা ভ্রাতৃজায়ার বিসর্জ্জন! লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসলতা ও ভ্রাতৃজায়ার

প্রতি অবিচলিত ভক্তি লইয়া যদি এ জগতে কাহারও আসা সম্ভব হয়, তবে তিনিই লক্ষ্মণের এ সময়কার মর্ম্মব্যথা অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন। বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে তিনি ভ্রাতৃ-আজ্ঞা অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত করিয়া 'দেবি ক্ষমস্ব'—'হে দেবি আমাকে ক্ষমা করুন' এই অর্দ্ধোক্তিতে বিরত হইয়া, ইষ্টদেবীর চরণে সাধক যেমন আত্মনিবেদন করে, সেইরূপ দীনার্দ্রকণ্ঠে পূর্ব্বোক্ত কথাকয়টি উচ্চারণ করিয়া সীতার সর্ব্বজনবন্দনীয় শ্রীপাদযুগলে পতিত হইলেন। এ কথার মর্ম্ম অনুভব করিবামাত্রই সীতার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। ঝটিকাবেগে কোমলপ্রাণা স্বর্ণলতিকা যেরূপ ভূলুণ্ঠিতা হয়, রঘুকুলের অলঙ্কারস্বরূপ রামের লোচনানন্দদায়িনী স্বর্ণলতিকাও সেইরূপ ভূলুণ্ঠিতা হইলেন। যখন পুনরায় চৈতন্য-প্রাপ্ত হইলেন, তখন সীতা বলিলেন—বিষ্ণু যেমন অগ্রজ উপেন্দ্রের অনুগামী, তুমিও তদ্রূপ অগ্রজের আজ্ঞানুবর্ত্তী,—তুমি চিরজীবি হয়—"প্রীতাস্মি তে বৎস চিরায় জীব"—এই

আশীর্ব্বচনে লক্ষ্মণকে আশ্বস্ত করিয়া যে কয়টি শ্লোক রামের উদ্দেশে বলিলেন, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। যিনি এস্থলে মূল-রামায়ণ ও কালিদাসের কাব্য অবহিতভাবে অনুসরণ করিয়াছেন, তিনিই দেখিবেন, সীতাচরিত্রে এস্থলে কালিদাস কিরূপ উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছেন। প্রবন্ধও দীর্ঘ হইয়াছে, বর্ণনীয় বিষয়ও বড় শোকাবহ, সুতরাং সংক্ষেপে সে বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

প্রথমে পুত্রবৎসলা জানকীর গর্ভস্থ সন্তানের কথা মনে পড়িয়াছে। পতি-পরিত্যক্তার এই চিন্তাই প্রথমে মনে উদিত হয়। আমি বিনা দোষে পরিত্যক্তা হইয়াছি, তজ্জন্য আমার নিরপরাধ পেটের বাছা, সেও পরিত্যক্ত হইবে? জননীর মনে প্রথমে এই কি আশঙ্কা হয়। গর্ভস্থ সন্তানের কথা এস্থলে প্রথমে উল্লেখ করিবার এই এক কারণ। আর এক কারণ বোধ হয় এই যে, চিরনির্ব্বাসন দুঃখে বিদীর্ণহৃদয়া সীতা যখন চতুর্দ্দিকে

আশার অবলম্বনমাত্র খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না —এই করুণ কথায় শ্বশ্রূদিগের হৃদয় আর্দ্র করিবার জন্য তাঁহাদিগকে মর্য্যাদানুসারে যথাক্রমে প্রণাম বিজ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের পিণ্ডদাতা বংশধর, সীতার গর্ভস্থ শিশুর, সর্ব্বান্তঃকরণে মঙ্গলকামনা করিতে বলিতেছেন। তখনি আবার নিরপরাধা সাধ্বীর মনে স্বামীর নিষ্ঠুরতার কথা মনে পড়িতেছে। অভিমানে বলিতেছেন—'বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা'—'তুমি আমার কথানুসারে সেই রাজাকে বলিবে'—'স্বামী' বলিলেন না, 'রাজা' শব্দ ব্যবহার করিলেন—এই একটি শব্দের ব্যবহারে কালিদাস চরিত্রচিত্রণের কি নিপুণতা দেখাইয়াছেন।—সীতার মত আজন্মশুদ্ধা, অগ্নিপরীক্ষোত্তীর্ণা সাধ্বী স্ত্রীকে তিনি লোকাপবাদ মিথ্যা জানিয়াও পরিত্যাগ করিলেন। সেই প্রজারঞ্জক কর্ত্তব্যপরায়ণ নৃপতিকে বলিও যে, ইহা কি তাঁহার ত্রিলোকখ্যাত বংশের উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে? 'আমার কথানুসারে'—কেন না, লক্ষ্মণের যে অতুলনীয়

ভ্রাতৃভক্তি, তাহাতে তিনি সেই অগ্রজের নিকট অত্যন্ত অন্যায় হইলেও নিজে হইতে ভর্ৎসনার কোন কথা বলিতে পারিবেন না— হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও ভ্রাতৃআজ্ঞা তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে। এই কথা বলিয়াই এই সতীকুলসাম্রাজ্ঞীর মনে হইল যে, এই কথা পতিনিন্দার স্বরূপ, সুতরাং পাছে কিছু প্রত্যবায় ঘটে, এজন্য পুনরায় সংশোধন করিয়া বলিতেছেন যে, রামচন্দ্রের কল্যাণসাধিনী বুদ্ধি সহসা যে সীতানির্ব্বাসনস্বরূপ নিদারুণ কার্য্যে রত হইল, তাহার কারণ এই যে ইহা সীতারই পূর্ব্বজন্মের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত! কবি সুকৌশলে এই এক শ্লোকে সীতার দেবী-চরিত্রে একটু মানবিকতার আভাস দিয়াছেন।* আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রদের জন্য যাঁহারা কালিদাসের কাব্যের টীকা

* এই শ্লোকের সীতাচরিত্রের এ অংশ—দেবীত্বে মানবিকতার সৌন্দর্য্য—সভাস্থলে মাননীয় শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় উল্লেখ করিয়া লেখককে উপকৃত করিয়াছিলেন।

লেখেন, তাঁহারা এস্থলে ও পরবর্ত্তী শ্লোকের 'কল্যাণবুদ্ধে' ইত্যাদি উক্তি উপলক্ষ্য করিয়া অদৃষ্টবাদ, কর্ম্মবাদ, বিচারক হইয়া ধর্ম্মাধিকরণে যিনি অন্যায় বিচার করেন তাঁহার পাপপুণ্যের কথা ইত্যাদি অনেক উৎকট বিষয়ের নিরর্থক অবতারণায় সীতা-চরিত্রের কোন্ অংশ ছাত্রকে বুঝাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন! তাহার পর যেখানে স্ত্রীজনসুলভ সারল্যের সহিত বলিতেছেন যে, পূর্ব্বে রাজলক্ষ্মীকে উপেক্ষা করিয়া রামচন্দ্র যে পত্নীর সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন,জানকীর সেই স্বামিসৌভাগ্যজনিত ঈর্ষায় ঈর্ষান্বিত রাজলক্ষ্মীর কোপে সীতাকে এখন নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতে হইতেছে। এস্থলে উক্ত টীকাকারেরা বলিতেছেন যে, "The idea of the *sloka* is purely conventional"—অর্থাৎ এ শ্লোকের ভাব একটি প্রচলিত বদ্ধমূল সংস্কারের উপর সংস্থাপিত! কি অদ্ভুত মন্তব্য! হৌক কুসংস্কার, এ কথা এ সময় কতটা সীতার মুখে শোভা পাইয়াছে, ইহাই

এস্থলে প্রধান বিচার্য্য নহে কি? সে যাহা হউক, মাতা জানকী বিলাপ করিতেছেন যে, যদি আমার গর্ভে রামচন্দ্রের পিতৃলোকের উদ্ধারকর্ত্তা বংশধর সন্তান না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার চিরবিচ্ছেদকাতর এ দগ্ধজীবন পরিত্যাগ করিতাম। যে স্বামী তাঁহাকে আজন্মশুদ্ধা পতিপ্রাণা জানিয়াও পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, সীতা তখনও তাঁহারই ধর্ম্মরক্ষার্থে ব্যগ্র—(কারণ পুত্রাভাবে পিতৃ-পিণ্ডলোপে নিরয়গামী হইতে হয়, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম)—এরূপ ব্যবহার জগতে কেবল সীতার মত স্ত্রীরই সম্ভবে! কিন্তু মিতভাষিণী সর্ব্বাপেক্ষা যে কয়টি মধুর কথার উল্লেখ করিয়াছেন, সেই কথাকয়টি এস্থলে কালি-দাসের অতুলনীয় ভাষায় উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

> সাহং তপঃ সূর্য্যনিবিষ্টদৃষ্টি-
> রূর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
> ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
> ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ।

এই উক্তির সৌন্দর্য্য জগতের কাব্য-সাহিত্যে অতুলনীয়। এরূপ চরিত্রের আদর্শও অমৃতময় সংস্কৃতসাহিত্য ব্যতীত কোনো দেশের কোনো সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ।

নির্ব্বাসিত হইয়াছেন বলিয়া এতকালের এত প্রিয়সম্পর্ক কি দূর হয়! সীতা বিলাপ করিতেছেন যে, পূর্ব্বে তপোবনে তাপসেরা নিশাচরকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে তাপসপত্নীরা মহাবীর রামচন্দ্রের সাহায্যাভিলাষিণী হইয়া সীতার শরণ লইতেন। সেই অক্ষুণ্ণপ্রতাপ স্বামী বর্ত্তমানে তাঁহার অনাথিনী ধর্ম্মপত্নী এক্ষণে কাহার শরণ লইবে? এরূপ মধুর কথা বৈষ্ণবসাহিত্যে আছে।—কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকা, ব্রজনাথের মথুরাপুরীগমনে কিরূপ অনাথিনী হইয়াছেন,—পূর্ব্বেই বা তাঁহার কত সোহাগ-আদর ছিল—সেই কথার উল্লেখে ইঙ্গিত বলিয়াছেন—

"তোমার গরবে গরবিণী আমি
রূপসী তোমার রূপে—"

সীতাও শোকবিহ্বলা হইয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, এখন প্রণয়িণী পত্নী বলিয়া নয়—তাঁহার প্রজাসাধারণের মধ্যে একজন তাঁহার মঙ্গলার্থিনী তপশ্চারিনী বলিয়া—'তপস্বি-সামান্যমবেক্ষণীয়া'—যেন রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন ; কারণ, মনুর মতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন রাজারই প্রধান কর্ত্তব্য! অকূলপাথারে মজ্জমান ব্যক্তি তৃণমাত্রকেও অবলম্বন করিয়া প্রাণরক্ষায় ব্যগ্র হয়—আসন্ন-চির-বিচ্ছেদবিধুরা এরূপ করুণ খেদোক্তিতে রামচন্দ্রের হৃদয়াকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ 'তথাস্তু' এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে সীতা-দেবীর বাক্যগুলি শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া বিদায় হইলেন। অন্য কোন অক্ষম কবি হইলে লক্ষ্মণের মুখে এ সময় একটি দীর্ঘ বক্তৃতা জুড়িয়া দিতেন। কিন্তু কালিদাস বিলক্ষণ জানিতেন যে, সীতাকে বিসর্জ্জন দিতে লক্ষ্মণের মত দেবরের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে—তাহার উপর দেবীর

ঐরূপ হৃদয়দ্রাবী বিলাপ—সে সময় নীরবতাই যথার্থ উত্তর—শোকোন্মত্তের উত্তর কোথায়? লক্ষ্মণ দৃষ্টিপথের অতীত হইলে মাতা অসহ্য শোকাবেগে—"চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ"—ভয়চকিতা কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বহিঃপ্রকৃতি কিরূপ মানবের অন্তঃপ্রকৃতির বিভিন্ন ভাবের প্রতিবিম্ব কালিদাস এ সত্য স্বীয় কাব্যাদিতে অনেক স্থলে দেখাইয়াছেন, এ কথার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই সীতাবিলাপই তাহার আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সীতার ক্রন্দনে সেই অরণ্যানী যেন শোকবিহ্বল হইয়া উঠিল—

ময়ূর নাচে না আর, তরু হ'তে ঝরে পুষ্পদল,
হরিণীর মুখ হ'তে খসি পড়ে দর্ভের কবল।

এমন সময়, এই শোকমথিত অরণ্যানী-মধ্যে, এই শোকার্ত্তা সতীর সমক্ষে, সেই আদিকবি, যাঁহার "নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ"—ব্যাধবিদ্ধ-ক্রৌঞ্চদর্শনে উৎপন্ন যাঁহার শোকবেগ

ছন্দোময়ী বাণীতে পরিণত হইয়াছিল, সেই দয়ার্দ্রহৃদয় কবিগুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাল্মীকি আসিয়া সীতাকে পিতৃজনোচিত আশীর্ব্বচনে পরিতৃপ্ত করিলেন,—তাঁহার দারুণ-বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়কে শান্ত করিলেন স্বামী স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এ নির্ম্মম কথা-স্বীকারের অবমাননা কেবল হিন্দুস্ত্রীই বুঝিতে পারেন, বিশেষত সীতার মত স্ত্রী। সে সময় সকলের পূজনীয় পিতৃকল্প ব্যক্তি যদি কেহ আসিয়া বলেন আমি তোমাকে চিরকাল জানি তুমি এমন বিশুদ্ধা যে, সর্ব্বপাবক অগ্নিও তোমাকে বিশুদ্ধতর করিতে পারেন না। "ধুরি স্থিতা ত্বং পতিদেবতানাম্"—তুমি পতিব্রতাদের অগ্রগণ্যা; আমার কাছে স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে বাস কর; আমি তোমার পিতার সখা, পিতৃস্থানীয়;—এরূপ সান্ত্বনা ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের পক্ষে কি অমৃতপ্রলেপ! অসহায়া জানকী তমসাতীরে বাল্মীকির

তপোবনে তাপসকন্যা ও তাপসবধূদের সাহচর্য্যে সে অমৃত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সেই পবিত্র তপোবনে, যে ঋতুর যে ফুল ও ফল সে সকল এবং পূজাকার্য্যোপযোগী নীবারধান্য সংগ্রহ ও ক্ষুদ্রবৃক্ষের আলবালে জলসেচন করিয়া জানকী ভাবী অপত্য-স্নেহের আভাস পাইয়াছিলেন। আশ্রমে থাকিতে রাজধানী অযোধ্যায় রাজচক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র স্বীয় অনুষ্ঠিত যজ্ঞেও যে সীতার হিরণ্ময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সে কথা লোকপরম্পরায় শ্রুত হইলে সীতা বিরহদুঃখ যেন নূতন করিয়া অনুভব করিলেন। আশ্রমে যেদিন দেবর শত্রুঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সে রাত্রে জানকী যুগল সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্নের নিকট জানকী কোন কথা বলিলেন কি না, জানিতে কৌতূহল হয়—কিন্তু কবি সে দৃশ্যের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। লবকুশ বড় হইয়া মধুর রামনামগানে যে মাতার বিরহ-

ব্যথা দূর করিত, সে কথা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই।

সীতার আর এক মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই। লবকুশের রামায়ণগান শুনিয়া অযোধ্যার রাজসভায় সকলে অতিমাত্র বিস্মিত— রাজা একান্ত বিমুগ্ধ, পূর্ব্বস্মৃতিবিহ্বল। বাল্মীকি—যাঁহাকে কালিদাস কবিদের প্রথম আদর্শ বলিয়াছেন—সেই মহাকবির অতুলনীয় রামায়ণগান কুশলবের মধুরকণ্ঠে গীত হইলে— "হিমনিষ্যন্দিনী প্রাতর্নির্ব্বাতেব বনস্থলী"— যেমন বনভূমি প্রভাতে বায়ুবিরহে নিস্পন্দ ও প্রতি বৃক্ষে তুষারধারা বিগলিত হয় সেইরূপ সেই রাজসভায় সদস্যগণের লোচন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বাল্মীকি পরে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই অদ্ভুত সুনিপুণ বালক গায়কদ্বয়ের পরিচয় দিয়া জানকীকে পুনগ্র্হণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সীতা সভাস্থলে আনীতা হইয়াছেন। তিনি কাষায়বস্ত্রধারিণী, স্বকীয় চরণে নিবদ্ধ-দৃষ্টি,—তিনি যে পরমা সাধ্বী,

তাঁহার শান্ত মূর্ত্তিতেই প্রকাশ। বাল্মীকি, সীতা যাহাতে পুনরায় গৃহীতা হন, সে বিষয়ে একান্ত যত্নবান্—কিন্তু ভবিতব্যতার লিপি কে রোধ করে? পৌরজনে আবার পরীক্ষা চাহিল—সীতা আর সহিতে পারিলেন না—তিনি প্রার্থনা করিলেন যে—

বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি মামন্তর্দ্ধাতুমর্হসি॥

সতীবাক্য বিফল হয় না। তৎক্ষণাৎ পৃথিবী-গর্ভ বিদীর্ণ হইয়া বিদ্যুন্মণ্ডলমধ্যগা, সমুদ্র-রসনা ফণিফণাসিংহাসনশায়িনী মূর্ত্তিমতী বসুন্ধরা তনয়ার দুঃখে কাতর হইয়া সীতাকে কোলে করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্ত্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্।
মা মেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ॥

তখনও —'ভর্ত্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্'— এই একটি কথায় মহাকবি কালিদাস কি অপূর্ব্ব রস সঞ্চার করিয়াছেন!

এই সতীকুলেশ্বরীর মহান্ আলেখ্য হিন্দু-স্থানের নারীসমাজকে উন্নত করিয়াছে —অলক্ষ্যে সে সমাজে অপূর্ব্ব সতীত্ববুদ্ধি

সঞ্চারিত করিয়াছে। আমরা যেন সেই মহান্ আদর্শ ছাড়িয়া বিদেশের ক্লিওপেট্রা-হেলেনের জন্য উদ্‌গ্রীব না হই! যেন আমাদের গৃহে গৃহে সীতার এই নমস্য মূর্ত্তি চিরবরণীয় থাকেন।